আলমডাঙ্গায় পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাংকার সিরাজুলের ব্যতিক্রমধর্মী আত্মপ্রকাশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এক ব্যতিক্রমী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন মহল্লার সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গোবিন্দপুর গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গোবিন্দপুর গ্রামের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় নতুন বাসস্ট্যান্ডে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রতিটি মহল্লা থেকে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুবসমাজ ও মুরুব্বিদের উপস্থিতিতে এই সভাটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সভায় বক্তারা গ্রামের উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনে একজন যোগ্য ও সৎ প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর, উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। এলাকায় তিনি একজন সৎ, যোগ্য ও সমাজসেবক হিসেবে দীর্ঘদিনের সুনাম অর্জন করেছেন। চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি এলাকার নানা সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ নাজিম উদ্দিন (ফকির মোহাম্মদ), সাবেক প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোঃ সামসুজ্জোহা (সাবু) উপস্থিত ছিলেন। উপস্থাপনায় ও বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া প্রবাসী ও গোবিন্দপুর মণ্ডলপাড়া মোঃ খাইরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মোঃ আনিসুর রহমান, বণিক সমিতির সদস্য মোঃ রেজাউল হক তোতা, সাবেক শিক্ষক হাজী সামছুদ্দিন আহমদ, প্রভাষক মোঃ মনিরুজ্জামান, ইটভাটা মালিক ঠাণ্ডু রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান (মনি), এবিএম মকছেদুল আমিন সোহাগসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কুদুস, মজিবর রহমান, মোঃ আক্কাছ আলী, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ, সাবেক কমিশনার মোঃ ফরহাদ হোসেন (মুকুল হাজী), আসাদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আলিমুর রহমান (শিক্ষক), প্রমুখ।

গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণার পর আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত গ্রামবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “গ্রামের মানুষ আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, আমি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করব। সবার সহযোগিতা নিয়ে আমি এই গোবিন্দপুর গ্রামকে একটি আধুনিক ও শান্তিময় গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।” এছাড়াও তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে উন্নয়ন করা হবে।

ঝিনাইদহে ইলেকট্রনিক্স বিজনেস এসোসিয়েশনের আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স বিজনেস এসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে শহরের আহার রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে এই সংগঠনটির জেলা শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুল কাশেম খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইকরামুল হক পাটোয়ারী, কার্যনির্বাহী সদস্য রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভা শেষে ঝিনাইদহ জেলায় শাহাজান হোসেনকে সভাপতি ও সোহেল রানাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট ত্রি-বার্ষিক জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আত্মপ্রকাশ

‘ঝিনাইদহের উন্নয়নে, আমরা সবাই একসাথে’ এ শ্লোগানে আত্মপ্রকাশ করেছে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের আহার রেস্টুরেন্টের অডিটোরিয়ামে এ আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি মো. আশরাফুল ইসলাম সভাপতিত্ব সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. একেএম কামাল, ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের ডা. শফিউল আলম সোহাগ, বিজিএমইএ এর সদস্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলার প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন। সেসময় আরও বক্তব্য রাখেন ডা. হাসানুজ্জামান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, গাউস মোহাম্মদ গোর্কি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন, সদর হাসপাতালের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. মার্ফিয়া খাতুন প্রমুখ।

সেসময় বক্তরা বলেন, ঝিনাইদহ উর্বর মাটির জনপদ। এই জেলার মানুষ কর্মঠ ও পরিশ্রমী। কিন্তু বিগত দিনে ঝিনাইদহে আশানুরূপ উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। দক্ষিণ বঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত ঝিনাইদহের উন্নয়নে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ জনগনকে সোচ্চার হতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য পদ্মাসেতু রেললাইন প্রকল্প মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে। যুগ যুগ ধরে এই জনপদের মানুষ উন্নয়ন বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই, জনগনকে নতুন করে নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্যটুকু আদায়ে জোর আওয়াজ তুলতে হবে। এসময় মাগুরা-ঝিনাইদহ ফোর লেন সড়ক নির্মাণ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান বক্তারা। আলোচনা সভা শেষে কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দলটির জেলা আহ্বায়ক কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ।

সোমবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা কমিটির উপদেষ্ঠা সাবেক অধ্যক্ষ মো. সায়েদুর রহমান, জেলা আম জনতার দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য সচিব মো. সৈকত হোসেন।

এর আগে গত ৭ মে আম জনতা দলের ঝিনাইদহ জেলার ১৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদনে দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় আম জনতার দলের সভাপতি মিয়া মসিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জাহান লিমন, মুসকান রুবাইয়া মীরা, মইনুল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, তুহিন আলম, মহিদুল ইসলাম, আল মামুন, নাজমুল হাসান জীম, উজ্জল হোসেন, কাশেম আলী, আশাদুল বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, মাহমুদ হাসান টিপু সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম জনতা দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী যেকোন অবস্থান ও আন্দোলনের সঙ্গে আম জনতা দল একসঙ্গে কাজ করবে। সার্বভৌমত রক্ষা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের দল কাজ করে যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে নতুনরুপে আলমডাঙ্গা গঠন করার লক্ষ্যে পেশাজীবি জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মপ্রকাশ করল আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

১৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে সাবেক আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন মাস্টার শামসুল হক টুকুকে আহ্বায়ক ও সমাজ কর্মী হাবিবুল করিম চনচলকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। এ কমিটিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। আগামীতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সফর করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ইউনিয়ন পর্যায়ে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হবে বলে জানানো হয় সভায়।

জানা গেছে, নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে উপজেলার তরুণদের সংগঠিত করা হবে। এতে শিক্ষার্থীদের নেওয়া হবে না। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংগঠিত করতে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আহ্বায়ক কমিটির নাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সূশীল সমাজ, সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠন, এসএসসি ব্যাচের সদস্য, প্রবাসী প্রতিনিধি, ঢাকা প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে পথযাত্রা শুরু করেছে।

এছাড়া আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি প্রাথমিক কয়েকটি কাজ নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো–জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো, পৌর শহর রক্ষার আন্দোলন হিসেবে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিচ্ছন্নতা বাজায়

রাখা, যানজট মুক্ত করতে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মশা নিধন, আলমডাঙ্গাকে সবুজ নগরায়ন গড়ে তোলার পাশাপাশি শহরে বিল্ডিং কোড না মেনে অবৈধভাবে কংক্রিট জঙ্গল তৈরিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গিকার বদ্ধ হন। এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বারও একাট্টা ঘোষণা করেন তারা।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক, এরশাদপুর একাডেমী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন এটম, সামসুদ্দিন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, আনিসুর রহমান, আশরাফুল কবীর, মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক (সিইও) সোহরাব হোসেন, ক্রিড়াবিদ মিজানুল হক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক হিসাব রক্ষক মিজানুর রহমান সাবু, মীর মোহাম্মদ হাসান পল্টু, এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান মিজা, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান রহিম, রোকনুজ্জামান ডাব্লু, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফি-উজ জামান, ব্যবসায়ী সংগঠক কামরুল ইসলাম হীরা, রাজ কুমার রামেকা ও শামসুজ্জোহা শাবু।

এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, হারুন অর রশীদ, আক্তার হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ সাজেদুল হক মণি, শিক্ষক ইউনুস আলী, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজীদ (হাবিব), মহসিন কামাল, আলিহিম, লিপন বিশ্বাস, সালমান স্বপন, রাজীব, মুন, নাসিম, মিন্টু, মিজান সহ দেড় শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এমদাদ হোসেন, সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন খন্দকার হাবিবুল করিম চনচল ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিল কলেজপাড়া কল্যাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

জীবননগরে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ

জীবননগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার সময় হাসাদহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্বপ্রকাশ ঘটে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল ইসলাম নান্নু, হাসাদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জুম্মত মন্ডল, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আতিয়ার রহমান, হাসাদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান প্রমুখ।